‘তিতলি’র প্রকোপে উত্তাল সমুদ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ যেমনটি ভাবা তেমনি হল। বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আরও শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেবে ‘তিতলি’ বা প্রজাপতি। আর এর প্রভাবে বুধবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে এই ঘূর্ণিঝড় যতই এগোবে, ততই বাড়বে বৃষ্টির তেজ ও সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ওড়িশা ও বাংলার উপকূলে ঘন্টায় ৬৫ থেকে ৭৫ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। কিন্তু বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘাসহ উপকূলীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে খুব একটা ঝড়ো হাওয়া লক্ষ্য করা যায়নি। তবে এদিন সকাল থেকে লাগাতার অনবরত বৃষ্টি চলেছে। সেই সঙ্গে দিঘার সমুদ্রও উত্তাল হয়ে রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ সী বীচের গার্ডওয়াল টপকে উপরে ক্রমশ উঠে আসছে। আর সেই সী বীচের গার্ডওয়ালের নীচে থেকে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ উপভোগ করলেন পর্যটকেরা। তবে কারও মুখভার, আবার কারও মুখে বিষাদের ছবি দেখা গেল। মুর্শিদাবাদের বরহমপুরের এক পর্যটক রাজু খান বলেন, সপরিবারে দিঘায় প্রথমবার এলাম। কিন্তু সমুদ্রে স্নান করতে আর পারলাম না। খুবই আফশোস হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের সোমক চৌধুরী বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কারুর কিছু করার থাকে না। তবে সী-বীচের পাশে দাঁড়িয়ে আমি সমুদ্রের বড় ঢেউ উপভোগ করছি। দিনটি খুব ভালোভাবে কেটেছে। কিন্তু এ দিন দিঘাসহ তাজপুর, শঙ্করপুর, মান্দারমণি যারা বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁদেরও মুখভার হয়ে উঠেছে। তবে বিগত দিনগুলির তুলনায় এদিন সৈকত শহরে পর্যটকের সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে কম। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্লদাস চক্রবর্তী বলেন, গভীর নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল হয়ে রয়েছে। তাই সৈকত শহরে পর্যটকদের সংখ্যাটা অত্যন্ত কম। হোটেলে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। যারা দিঘায় এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। রামনগর ১ এর বিডিও আশিস কুমার রায় বলেন, উপকূলবর্তী এলাকার মানুষকে ব্লক প্রশাসনের তরফে আগাম সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং জনপ্রতিনিধিদের আমি জানিয়েছি সাধারণ মানুষ যাতে কোনরূপ সমস্যায় না পড়েন। তিনি আরও বলেন, চারটি থানার পুলিশকেও ব্লক প্রশাসনের তরফে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তবে ২৪ ঘন্টা ব্লকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। আমরা এলাকার মানুষের স্বার্থে সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছি। রামনগর ১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র বলেন, নিম্নচাপের জেরে আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি। সমুদ্র উত্তাল হয়ে রয়েছে। তবে এখনও কোনকিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমরা সবরকম মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্যজীবী তাই সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্রে থাকা সমস্ত মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, দিঘাসহ উপকূলীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পুলিশের তরফে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়েছে। পর্যটকদের বুধ থেকে শুক্রবার দিঘায় গিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে কিংবা নৌকা ভ্রমণে যাওয়ার বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে মদ খেয়ে মাতলামি দলছুট দাঁতালের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সদর ব্লকের অন্তর্গত বেলিয়া এলাকাতে কিছুটা দূরে রয়েছে ডানমারির জঙ্গল। এই জঙ্গলে প্রায়শই বুনোহাতিরা ঘাঁটি গেড়ে থাকে। এই দল বেঁধে থাকা দলমার হাতির কয়েকটি বুধবার সকালে খাবারের খোঁজে লোকালয়মুখী হয়েছিল। এদেরই পক্ষ থেকে দলছুট একটি হাতি লোকালয়ের পাশে থাকা একটি পুরানো বাড়ি ভেঙে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই বাড়িতে রাখা ছিল মদ ও হাঁড়িয়ার বেশ কয়েকটি পাত্র। শুঁড় বাড়িয়ে সেই সমস্ত হাঁড়িয়া ও মদ খায় হাতিটি। এরপর নেশার ঘোরে মত্ত দাঁতাল দিশা হারিয়ে ঢুকে পড়ে বেলিয়া গ্রামে। বেলা আটটা নাগাদ দেখা যায় ধানের জমি মারিয়ে পিচ রাস্তার উপরে উঠে রাজকীয় চালে বেলিয়া গ্রামে প্রবেশ করছে সে। মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে তাকে হাঁটতে দেখে অনেকেই আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালান। হাতিটি হাঁড়িয়া খেয়ে নেশার ঘোরে ছিল বলে গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। তবে কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি করেনি সে। মত্ত অবস্থায় কোনওরকম হিংস্রতা দেখাতে পারে না এমনটা ধরে নিয়েই অনেকে হাতিটিকে উত্যক্ত করতে থাকে।

আধঘন্টার বেশি সময় ধরে গ্রামের এখানে ওখানে ঘুরে শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের দিকে চলে যায় হাতিটি। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন বনদপ্তরের কর্মীরা। মেদিনীপুর ডিভিশন ডি এফ ও রবীন্দ্রনাথ সাহা জানান, গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে। হাতিটি যাতে লোকালয়ে প্রবেশ না করে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নেশার দ্রব্য হাতির নাগালে না যায় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।

মহিলা নিরাপত্তায় পুলিশের অ্যাপস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মহিলা অ্যাপ চালু করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ‘ঝাড়গ্রাম পুলিশ সংযোগ অ্যাপ’ অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপটি যেকোনও স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করা যাবে। অ্যান্ড্রয়েড সেটে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। এই অ্যাপসে রয়েছে মোট ১২টি অপশন। একটি লাল রঙের বোতাম রয়েছে যেটি টিপলেই সরাসরি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। আরও রয়েছে মহিলা, শিশু, দমকল, হাসপাতাল, সাইবার, সাধারণ অভিযোগসহ বিভিন্ন হেল্পলাইন। মহিলা হেল্পলাইনটিতে যোগাযোগ করলে সেই ব্যক্তির বা মহিলার লোকেশনসহ অভিযোগটি মেসেজ আকারে চলে যাবে পুলিশের কাছে। আর সাথে সাথে পুলিশ সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর কাছে পৌঁছে যাবে। যেহেতু তাঁর লোকেশানটি পুলিশ পেয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। অন্যদিকে কেউ যদি খুব বিপদে পড়ে তাহলে লাল বোতাম পেস করেন সরাসরি পুলিশের সাথে কথা বলা যাবে। এই অ্যাপস এমনভাবে করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ যে কোনও ধরনের অসুবিধায় পড়লে পুলিশ সহায়তা মিলবে সাথে সাথে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অ্যাপসটি ডাউনলোড করাও খুব সহজ। স্মার্টফোনে নিজের নাম ঠিকানা পাসওয়ার্ড দিয়েই ডাউনলোড প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। বর্তমানে শহরের পাশাপশি গ্রামীণ এলাকাতেও মানুষের হাত রয়েছে স্মার্টফোন। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, অবিলম্বে নিজের সুরক্ষার জন্য এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য। লালগড়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অ্যাপসটির উদ্বোধন করা হয়েছে। আর এই ব্যবস্থায় খুশি ঝাড়গ্রামবাসী, বিশেষত মহিলা ও ছাত্রীমহল।

নতুন বাংলা ব্যান্ড ‘আমরা রোদ্দুর’

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ কিছু প্রচলিত গান রয়েছে যা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু তা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাংলার সেই আবহমান সংস্কৃতিকে গানের মাধ্যমে তুলে ধরার লক্ষ্যে এগিয়ে এল রামনগরের কয়েকজন যুবক। ‘আমরা রোদ্দুর’ নামক বাংলা ব্যান্ড হিসাবে রামনগরে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করল। এদিন রামনগর উৎসবভবনে ওই যুবকরা সংগীত পরিবেশন করে বাংলা ব্যান্ডের সূচনা করেন। লোকগীতিসহ বিভিন্ন বাংলাব্যান্ডের গান পরিবেশিত হয়। ব্যান্ডের পক্ষ থেকে ফারুক আলি খান, তুহিন ঘোড়াই, সুজন সাউরা বলেন, বাংলায় প্রচলিত লোকগীতিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া গানগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামনগর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনালিসা সাঁতরা ঘোড়াই, দিঘা চক্রের এস আই চিরঞ্জিৎ সাঁতরা, শিক্ষক শান্তনু কুণ্ডুসহ অন্যান্য সংগীতানুরাগীরা।

খড়্গপুরে এবিটিএ-এর ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়্গপুর ঃ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর মহকুমা শাখার নবম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। খড়্গপুর সাউথ সাইড স্কুলে ২৫০জন প্রতিনিধি উপস্থিতিতে সারাদিন ধরে চলা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাধিকার হরণ, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর অসম্মানকর শর্তাবলী আরোপ, বকেয়া ডিএ, পে কমিশন ইত্যাদি নানা বিষয় তুলে ধরেন। অর্জিত অধিকার রক্ষাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্য দাবি আদায়ে এবিটিএ-এর নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি সদস্যবন্ধুদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন ও ছাত্রদরদী আদর্শ শিক্ষক হিসাবে নিজেদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলে সমিতির ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এদিনের সম্মেলনে মহকুমা সম্পাদক মৃণালকান্ত নন্দের পেশ করা সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর ১৮জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। বিকাশ পট্টনায়কের নেতৃত্বে সভাপতি মণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলন শেষে ৩১জনের নির্বাচিত কমিটি গঠিত হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন জেলার সহসভাপতি সুবীর সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রজগোপাল পড়িয়া, সুধাপদ বসু, সত্যকিংকর হাজরা, প্রভাস ভট্টাচার্যসহ সংগঠনের জেলা ও মহকুমা নেতৃবৃন্দ।

সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরে এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ জাতীয় সড়কের ধারে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার সকালে এলাকাবাসীর নজরে আসে ঘটনাটি। কেবা কারা মৃতদেহ ফেলে দিয়ে গেছে তা জানা যায়নি। ঘটনার বিবরণ শুনে জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার- দিঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কের চণ্ডীপুর থানা এলাকার গোবর্ধনপুরে রাস্তার ধারের জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকায় এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তাঁরা জঙ্গল পরিষ্কার করে দেখতে পান সেখানে কয়েকদিন আগের এক শিশুর পচাগলা মৃতদেহ পড়ে আছে। তাঁরাই চণ্ডীপুর থানার পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

নৌকা থেকে ঢেউ-এ পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-তে পড়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবী যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের বাঁকিপুটের ভোগপুর এলাকায়। মৃত মৎস্যজীবীর নাম নন্দ ওঝা(৩৩)। পুলিশ জানিয়েছে, নন্দের বাড়ি জুনপুট কোস্টাল থানার ভোগপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-এ নৌকা নামাতে গিয়ে তিনি পড়ে যান। এরপর অন্যান্যরা উদ্ধার করে তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

নবনির্বাচিত সভাধিপতিকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কন্টাই সেন্ট্রাল ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটির পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল বুধবার। এদিন কাঁথি মীন ভবনে জেলা সভাধিপতি দেবব্রত দাসকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। দেবব্রতবাবু বলেন, সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করব। এই জেলাকে সমস্ত দিক দিয়ে উচ্চশিখরে নিয়ে যাওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক লক্ষীনারায়ণ জানা বলেন, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে ছোট ইলিশ একেবারেই ধরা যাবে না। শুটকি মাছের ফরমালিন মেশানো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ, জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সাধারণ) সৌরেন্দ্রনাথ জানাসহ কাঁথি মহকুমার প্রায় ৩৭টি মৎস্যখুটির সভাপতি ও সম্পাদক এবং মৎস্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা।

মেদিনীপুরে স্বরলিপির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুরের অন্যতম প্রাচীন ও অগ্রগণ্য সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বরলিপির ৩৯তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিন সন্ধ্যায় শহিদ প্রদ্যোৎ স্মৃতিসদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি শ্যামলেন্দু মাইতি। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার কর্ণধার সঙ্গীতাচার্য জয়ন্ত সাহা। ৫০জনের বেশি শিল্পী সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত। প্রতিবারের মতো এবার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চারুকলায় বিশেষ অবদানের জন্য ‘স্বরলিপি সম্মান’ প্রদান করা হয় দু’জন কৃতী ব্যক্তিত্বকে। এবার এই সম্মান পান বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক গোপাল নাগ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বর্ষীয়ান ফটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ। অবশ্য সত্যজিৎ রায়সহ অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সহযোগী নিমাই ঘোষ এদিন অসুস্থতার কারণে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এদিনের অনুষ্ঠানে গোপাল নাগ কর্তৃক স্বরলিপির কৃতী ছাত্রী বাঁকুড়া নিবাসী দিপালী ঘোষের রবীন্দ্র সংগীতের সিডি প্রকাশিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র গীতি আলেখ্য ‘আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে’ উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। এই গীতি আলেখ্যতে অর্পিতা চ্যাটার্জী, মধুমিতা মিশ্র, অনন্যা সাঁতরা, মন্টু পাত্র, দেবালীনা চ্যাটার্জী সাহা, অয়ন ঘোষদের একক সংগীত ও স্বরলিপির শিল্পীদের সমবেত সংগীত এবং পাশাপাশি শ্রাবণী দত্ত ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, সোমা চট্টরাজ, নবনীতা বোসদের একক নৃত্য ও জয়িতা হোড় ও প্রিপর্ণা ভট্টাচার্যের পরিচালায় যথাক্রমে ‘ছন্দনীড়’ ও ‘ রূপকম ডান্স এ্যাকাডেমি’র শিক্ষার্থীদের সমবেত নৃত্যের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বিশেষ নিবেদন ‘মহারাজ এ কী সাজে’ কবিতা, ভাষ্য, সংগীত, নৃত্য, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রায় দেড়ঘন্টার এই উপস্থাপনা মোহিত করে তোলে জেলা পরিষদ হলের দর্শকদের। দীর্ঘ ৫-৬ মাসের পরিশ্রম ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তরুণ কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা ভাষ্য সুললিত কণ্ঠে হৃদয়গ্রাহীভাবে পাঠ করেন মৌসিক্তা মুখোপাধ্যায়, অমিতেশ চৌধুরী, দৃষ্টি মুখোপাধ্যায় ও নিভা ঘোষ। অন্যদিকে সংগীতশিল্পী জয়ন্ত সাহা, হায়দার আলি, শ্রাবণী মণ্ডল, সুমন্ত সাহা, স্বাগত মাইতি, শুভপ্রতিম চ্যাটার্জী, সঙ্ঘমিত্রা দাস, উষসী করণের একক সংগীত ও স্বরলিপির শিল্পীদের সমবেত সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে শমীক সিংহ, মৈথিলি চ্যাটার্জী, তপস্বিনী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বয়িনী দাশগুপ্ত, সায়নি কোলে, শেষাদ্রি মিশ্রদের একক ও দ্বৈত নৃত্যের পাশাপাশি রাজীব খান, নবনীতা দাস, সবিতা সাহা, শাশ্বতী শামল, রাজনারায়ণ দত্তদের পরিচালনায় স্ব স্ব নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ‘তালম’, ‘নৃত্যাঙ্গন’, ‘নটরাজ মিউজিক কলেজ’, ‘আঙ্গিকম’, ‘সৃজনভূমি’-র শিক্ষার্থীদের নৃত্য ‘মহারাজ এ কী সাজে’কে মনমুগ্ধকর করে তোলে। যন্ত্র সংগীতে কৌশিক প্রামানিক, মিহির মণ্ডল, বাবলু মুখার্জী, তাপস দত্তদের যোগ্য সহযোগিতা পুরো অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুনন্দা বসু ও অক্ষয় লাল করকে।

গোটা অনুষ্ঠানটি অনন্য সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করেন স্বরলিপির প্রাণপ্রমরা সংগীতগুরু জয়ন্ত সাহা এবং গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন গুরু জয়ন্তবাবুর সুযোগ্য শিষ্য বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হায়দার আলি।

টাকা ছিনতাই করতে গিয়ে ধৃত ছিনতাইকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড গাছশীতলাতে ছিনতাইয়ের শিকার হলেন এক ব্যক্তি। তাঁর নাম গীতানাথ ঘোষ। বাড়ি চন্দ্রকোনার রাধাবল্লভপুর এলাকায়। জানা গেছে, গীতানাথবাবু স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে বাইকের টুলবক্সে রেখে ব্যাঙ্ক থেকে একটু দূরে পান দোকানে পান কিনছিলেন। তখন খড়্গপুরের এক যুবক কানাইয়া কুমার টুলবক্স ভেঙে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। দিনদুপুরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এরকম ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত এলাকার মানুষ। দূর থেকে বুঝতে পেরে টাকার মালিক গীতানাথ ঘোষ পিছনে ধাওয়া করলে ছিনতাইকারী দৌড়াতে থাকে। কিন্তু হঠাৎই সে ড্রেনে পড়ে যায়। তখন সে ধরা পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় চন্দ্রকোনা থানায়। পুলিশ ওই যুবককে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন টাকার মালিক গীতানাথ ঘোষ। তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ছিনতাই হওয়া টাকা। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় ছিনতাইকারী কানাইয়া কুমারকে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সুবর্ণজয়ন্তী ভবনে মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে সমন্বয় সভা এবং পুজোর গাইড ম্যাপের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।